بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ চৈত্র ১৪৩২
৩০ মার্চ ২০২৬

# বাণী

ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বর্তমান সরকার কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালার আওতায় দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্রীড়াবিদদেরকে বেতন কাঠামোর আওতায় এনে ক্রীড়া ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের সম্মাননা, ক্রীড়া কার্ড প্রদান এবং বেতন কাঠামোর আওতায় জাতীয় ক্রীড়াবিদগণের ক্রীড়া ভাতা প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন হচ্ছে ৩০ মার্চ ২০২৬।

অনুষ্ঠানে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের হাতে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও তুলে দেয়া হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষে অংশগ্রহণ করে যারা দেশের জন্য পদক ও সম্মান বয়ে এনেছেন, সেই সকল গর্বিত জাতীয় ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আপনাদের কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা, অধ্যবসায় এবং সাফল্যের কারণেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও উড়ছে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল পতাকা। সমুন্নত হচ্ছে আমাদের জাতীয় মর্যাদা। আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি খেলোয়াড়ের প্রতিটি অর্জন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, এটি সমগ্র জাতির গর্ব ও মর্যাদার প্রতীক। খেলাধুলায় শারীরিক প্রতিবন্ধিতা কোনো বাধা নয়। সুতরাং সরকার তাদের জন্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দেশে বিদেশে প্যারা অলিম্পিকসহ সম্ভাব্য সকল ক্রীড়া ইভেন্টের আয়োজন করবে।

বর্তমানে ক্রীড়া শুধু শখ, বিনোদন কিংবা শরীর চর্চার বিষয় নয় বরং সারা বিশ্বে ক্রীড়া এখন পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বাংলাদেশও পিছিয়ে থাকবে না। ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা কারিকুলামে ক্রীড়াকে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছোট বেলা থেকেই কিশোর কিশোরীদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিভা খুঁজে বের করতে হবে। এরই অংশ হিসেবে 'নতুন কুড়ি (ক্রীড়া)' আয়োজনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ক্রীড়াবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য স্থির করে একজন কিশোর-কিশোরী যাতে ছোট বেলা থেকেই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণা এবং মনোবল খুঁজে পায়, সেটিই 'নতুন কুড়ি (ক্রীড়া)' আয়োজনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

চলমান পাতা-২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকার ইতোমধ্যে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নে স্পোর্টস ভিলেজ নির্মাণ, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু, আন্তর্জাতিক মানের কোচিং সুবিধা বৃদ্ধি এবং প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে। পাশাপাশি ক্রীড়াবিদদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়াবিদদের বেতন কাঠামোর আওতায় ক্রীড়া ভাতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া একটি জাতির সার্বিক উন্নয়ন, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় ঐক্য গঠনেরও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমি বিশ্বাস করি, সরকার, সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন, প্রশিক্ষক ও ক্রীড়াবিদদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের ক্রীড়াক্ষেত্র আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ হবে। আমাদের ক্রীড়াবিদরা দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আরও বড় সাফল্য অর্জন করবেন। এক্ষেত্রে বেতন কাঠামোর আওতায় জাতীয় ক্রীড়াবিদগণের ক্রীড়া ভাতা প্রদান, ক্রীড়া কার্ড প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদগণের সম্মাননা প্রদান নিঃসন্দেহে অন্যদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস হবে।

আমি এই প্রকাশনা এবং প্রকাশিত স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্য এবং উদ্যোগের সাফল্য কামনা করি।

তারেক রহমান